বাংলাদেশের সিনেমা

ইরাবান বসুরায়

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র, তার সিনেমাও স্বতন্ত্র হওয়ারই কথা। তবু এই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের সিনেমার কথা উঠলে ভারতীয় সিনেমার প্রসঙ্গ এসে যাবেই। বাংলাদেশের সিনেমার পক্ষে ভারতীয় সিনেমার শিকড়ের টান অস্বীকার করা কঠিন। ভারতীয় সিনেমা বলতে যা বোঝা যায় সেটি তো সাতচল্লিশ-উত্তর কোনো স্বতন্ত্র সিনেমা নয়। ভারত-পাকিস্তান তৈরি হওয়ার পরেও যে উত্তরাধিকার এই দুই দেশের সিনেমাকেই বহন করতে হয়েছে তা হলো ভারতীয় সিনেমা। রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে দেশ ভাগ হতে পারে, এক মুহূর্তে নিজের দেশ বিদেশ হয়ে যেতে পারে, কিন্তু শিল্পসংস্কৃতি তো অনাত্মীয় হয়ে যেতে পারে না। যদিও পাকিস্তান সম্পূর্ণ ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র হওয়ায় জন্মের পরেই সেখানকার শিল্প সংস্কৃতির নানা প্রকাশের উপর বাধানিষেধ একটু বেশিই ছিল। তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানেও একটা চাপ ছিল বাংলা ছবির বদলে পাকিস্তানি ছবি করার। উগ্র ধর্মীয় ফতোয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে অ-ইসলামীয় বলে অস্বীকার করে তার বদলে মুসলমানি সংস্কৃতি আরোপ করার চেষ্টা ছিল, বুঝতে চাওয়া হয়নি সংস্কৃতিতে ধর্মের ভূমিকা থাকলেও ভাষা, আঞ্চলিক আচার ইত্যাদির ভূমিকা আরও বড়ো। এসব সত্ত্বেও পশ্চিম ও পূর্ব, দুই পাকিস্তানেই সিনেমায় ভারতীয় সিনেমার রাস্তা ধরে চলার প্রবণতা ছিল।

সাতচল্লিশের আগের ভারতীয় সিনেমার মানচিত্রে বাংলা সিনেমার একটা জায়গা ছিল, প্রধানত নিউ থিয়েটার্সের সুবাদে। যদিও তখনও ভারতীয় সিনেমা বলতেও প্রধানত মুম্বইয়ে তৈরি হিন্দি সিনেমাকেই বোঝান হতো। সেই সিনেমার ধারাই বয়েছিল পাকিস্তানের সিনেমাতেও, সেই পারিবারিক মেলোড্রামা, সেই পরিবারতন্ত্র। বাংলাদেশের সিনেমা কি এর ব্যতিক্রম হতে পারে!

বাংলাদেশের সিনেমা বলতে কোথা থেকে শুরু করা হবে? সাতচল্লিশের পর থেকেই তা একটি আলাদা দেশ, যদিও তখনই সে সার্বভৌম কোনো রাষ্ট্র নয়, পাকিস্তানেরই অঙ্গ। ফলে বাংলাদেশের সমস্যাটা একটু জটিল। ভারত থেকে সে পাকিস্তান হয়েছে, সেখান থেকে হয়েছে বাংলাদেশ। ফলে ভারতীয় সিনেমার ধারাকে একেবারে অস্বীকার করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। বরং পাকিস্তানি ছাপটা নানা কারণেই খুব একটা সেঁটে বসতে পারেনি তার গায়ে, তাই সেটা খুব একটা সমস্যা হয়নি। আসলে পূর্ব-পাকিস্তানের ছবি, পাকিস্তানি হওয়ার শর্ত সত্ত্বেও বাংলা ছবিই থাকতে চেয়েছিল; যদিও সেই বাঙালিয়ানা শিল্পগত ভাবে খুব যে গর্বোজ্জ্বল তা নয়। দেশভাগের পর মুম্বই থেকে বেশ কিছু সিনেমা জগতের লোক পশ্চিম পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন, তার ফলে সেখানকার সিনেমাকে একেবারে শূন্য থেকে শুরু করতে হয়নি। অবিভক্ত বাংলার ফিল্মজগৎ থেকে সেরকম কিছু ঘটেনি। ফলে সেখানে ফাঁকা থেকে শুরু করতে হয়েছিল। যদিও বিশ শতকের তৃতীয় দশকেই ঢাকার নবাব পরিবার 'সুকুমারী—দ্য গুড গার্ল' নামে একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ও পরের দশকের শুরুতেই 'দ্য লাস্ট কিস' নামে একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ফিল্ম তৈরি করেন। প্রযোজকরা তাঁদের কোম্পানির নাম

নেয় ইকবাল ফিল্মস। ইকবাল ফিল্মসের 'মুখ ও মুখোশ'-এর কাজ শুরু হয় সে বছরই, আবদুল জব্বর খানের পরিচালনায়। 'কো-অপারেটিভ ফিল্ম মেকার্স লিমিটেড'-এর উদ্যোগে ও সারাওর হোসেইন-এর পরিচালনায় শুরু হয় স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি 'আপ্যায়ন'। ১৯৫৫-তে তেজগাঁওতে স্টুডিও ও ল্যাবরেটরি হলো নাজির আহমেদের তত্ত্বাবধানে। 'মুখ ও মুখোশ' পূর্ব-পাকিস্তানের প্রথম পূর্ণাঙ্গ সবাক ফিল্ম। এর সম্পাদনা, প্রিন্ট তৈরি ও অন্যান্য কাজ হয়েছিল লাহোরে। আবদুল জব্বর খানের নিজের গল্প 'ডাকাত' থেকে তৈরি হয়েছিল এই ছবি। ছবিটি মুক্তি পেল ১৯৫৬ সালের ৩ অগাস্ট।

সাতচল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন, আট বছর লাগল পূর্ব পাকিস্তানের নিজস্ব সিনেমা হতে। ১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হলো পূর্বপাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা (ইপিএফডিসি), তাদের সহায়তায় ১৯৫৯ থেকে পূর্ব-পাকিস্তানে চলচ্চিত্র নির্মিত ও প্রদর্শিত হতে লাগল নিয়মিত ভাবে। প্রথম দিকে পূর্বপাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা (ইপিএফডিসি) কয়েকজন নির্বাচিত পরিচালককেই সুযোগ দিত, সেই সুবাদেই চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থার প্রথম ছবি 'আশিয়া' শুরু করেন ফতে লোহানী, একটি গ্রামকেন্দ্রিক কাহিনী নিয়ে। ১৯৬০ সালে এই ছবি মুক্তি পায়। তার আগেই ফতে লোহানীর দ্বিতীয় ফিল্ম 'আকাশ আর মাটি' মুক্তি পায় ১৯৫৯-এ, 'পূর্বপাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা'-র মাধ্যমে। সেটি ছিল সংগীতপ্রধান ফিল্ম। এই সময়ই মুক্তি পেয়েছিল মহিউদ্দিনের 'মাটির পাহাড়', এহতেশামের 'এদেশ তোমার আমার'। এছাড়াও তৈরি হয়েছিল উর্দু সিনেমা এ.জে. কারদারের 'জাগা হুয়া সাভেরা'। ছবিটি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকায় 'পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন'-এর তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয়, পরিচালক অবশ্য